১০

দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 DEC 1998

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৯

ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব

গত শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের এক অনুষ্ঠানে সকল ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানের যে প্রস্তাব করা হয়েছে আমরা তাকে সঙ্গত বলে মনে করি।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজীই ছিল এদেশে শিক্ষার মাধ্যম। মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হত। পরে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা চালু করা হয়। তবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তখনও ইংরেজীই ছিল শিক্ষার মাধ্যম। স্বাধীনতার পর বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। তখন থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার গুরুত্ব ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার পরও ডিগ্রী, অনার্স ও পাসকোর্সে ১০০ মার্কস-এর একটি পেপার পড়ানো হত। ক্রমে সে ব্যবস্থাও বিলুপ্ত হয়েছে। প্রথমে ডিগ্রী, অনার্স থেকে ও পরে পাসকোর্স থেকে ইংরেজী ভাষা নির্বাসন দেয়া হয়েছে।

এর পরিণাম ভাল হয় নি। বিশেষজ্ঞরা তখনও বলেছেন এবং এখনও বলছেন যে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্র থেকে ইংরেজী ভাষা বিলোপ করার ফলে এ দেশের ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞান অর্জনের এবং বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হবার এবং যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইংরেজী ভাষা হচ্ছে লিংগুয়া ফ্রাংকা আন্তর্জাতিক ভাষা। বিশ্বের সঙ্গে সার্থকভাবে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইংরেজী ভাষা ছাড়া অপরিহার্য।

একটি স্বাধীন দেশের জনসাধারণের জন্য এই প্রয়োজন আরও বেশী। স্বাধীনতার পর আমাদের দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বের সকল দেশের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এসব প্রতিটি ক্ষেত্রেই যোগাযোগের মাধ্যম ইংরেজী ভাষা। সুতরাং দুনিয়ার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে এবং আমাদের নিজেদের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করতে হলে কোনমতেই ইংরেজী ভাষাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

আমরা তাই মনে করি যে শিক্ষার যেসব ক্ষেত্র থেকে ইংরেজী অপসারণ করা হয়েছে এখন থেকে সেগুলোতে পুনরায় ইংরেজী ভাষা চালু করা উচিত। আমরা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।